بسم الله الرحمن الرحيم

হে দেশবাসী! ডিজেল-কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি পুঁজিবাদীদের দালাল হাসিনা সরকারের অত্যাচারী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ; অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার হতে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিশ্ব পুঁজিবাদের মোড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জাতিসংঘের COP26 জলবায়ু সম্মেলন থেকে জ্বালানী তেলের তথাকথিত ভর্তুকি প্রত্যাহারের আহ্বান জানানোর পরপরই হাসিনা সরকার ডিজেল-কেরোসিনের দাম ২৩% বৃদ্ধি করেছে। বাংলাদেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগণ যখন কোভিড পরবর্তী অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে এবং নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নিষ্পেষিত তখন এই মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ জনগণের দুর্ভোগকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। দেশবাসী আরও প্রত্যক্ষ করেছে, কিভাবে সরকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে পরিবহন মালিকরা জনগণকে জিম্মি করে বাসের ভাড়া ২৭% এবং লঞ্চের ভাড়া ৩৯% বৃদ্ধি করে নিয়েছে। পরিবহন সিন্ডিকেটের চাঁদায় সরকারের যে মন্ত্রিরা বিদেশে বাড়ি-গাড়ি ক্রয় করে, তারাই জনগণকে পরিবহন মালিকদের লালসার শিকারে পরিণত করল। বিরোধী দলীয় নেতৃত্ব বিএনপি একদিকে ভাড়া বৃদ্ধির দাবীতে পরিবহন মালিকদের ধর্মঘটকে সমর্থন দিয়েছে, আর অন্যদিকে দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ কর্মসূচী দিয়ে জনগণের প্রতি মায়াকান্না দেখিয়েছে। কিছুদিন পূর্বেই, এলপিজি আমদানিকারক, সিলিন্ডার প্রস্তুতকারক, বোতলজাত কারখানার মালিক – কতিপয় রক্তচোষা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষায় তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) খুচরা মূল্য ২২ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এভাবেই পুঁজিবাদীদের দালাল নিষ্ঠুর শাসকগোষ্ঠী জনগণকে তোয়াক্কা না করে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করতে অত্যাচারের নীতি অবলম্বন করে।

সরকারের দাবী, বিশ্ববাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে দেশে ডিজেল-কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি করা ছাড়া তার কিছুই করার নেই; অথচ সরকার জ্বালানী তেলের উপর ৩০% ভ্যাট, শুল্ক ও বাণিজ্যিক কর আরোপ করে রেখেছে। আর বিশ্ব পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহ তেল উৎপাদনকারীদের 'সিন্ডিকেট' OPEC Plus-কে ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছামত আন্তর্জাতিক বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদী কোম্পানীসমূহ (Shell, British Petroleum, Exxon Mobil ইত্যাদি) বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের বেশিরভাগ পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মালিকানা অর্জন করে পরবর্তীতে বিশ্বব্যাপী চড়া মূল্যে জনগণের নিকট বিক্রি করে এবং এর উপর আবার পুঁজিবাদীদের দালাল শাসকগোষ্ঠী ট্যাক্স আরোপ করে। এভাবেই বিশ্ব পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও কোম্পানীসমূহ এবং তাদের দালাল শাসকগোষ্ঠী তেল-গ্যাসের উচ্চমূল্য নির্ধারণ করে জনগণকে শোষণ করে – এটাই পুঁজিবাদী নীতি।

হে দেশবাসী! খিলাফত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জ্বালানী ও কর সংক্রান্ত ইসলামী শারী'আহ্ বিধান একটি সুস্পষ্ট ও কার্যকর সমাধান প্রদান করে, যা জনগণের উপর তেল-গ্যাসের উচ্চমূল্যকে প্রতিহত করে জনগণের উপর অমানবিক বোঝা দূর করে।

প্রথমত, ইসলাম নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তেল-গ্যাসের মালিকানার বেসরকারীকরণকে নিষিদ্ধ করে। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"মানুষ তিনটি জিনিসের অংশীদার: পানি, চারণভূমি এবং আগুন"** (ইবনে মাজাহ)। এই হাদীস মোতাবেক তেল-গ্যাস গণমালিকানাধীন সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত এবং এর মালিক সাধারণ জনগণ। কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী কিংবা রাষ্ট্রও এই সম্পদের মালিক নয়। এই সম্পদ রাষ্ট্র তার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জনগণের মধ্যে বন্টন করবে কিংবা এই সম্পদ হতে প্রাপ্ত রাজস্ব জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে।

দ্বিতীয়ত, তেল-গ্যাসের মত জনগণের অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের উপর কর ও শুল্ক আরোপ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না"** (আবু দাউদ)।

হে দেশবাসী! আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, ***"যারা আল্লাহ্'র নাযিলকৃত বিধান দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করে না, তারাই যালিম"*** (সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৫)। নিঃসন্দেহে, পুঁজিবাদীদের দালাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী যালিম, কারণ তারা আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা শাসন করে না, বরং ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিনিয়ত যুলুম করছে। তাদের যুলুমের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদকে অব্যাহত রাখুন; মনে রাখবেন যুলুমকে যতই আপনারা মানিয়ে নিবেন ততই তা বৃদ্ধি পাবে। যালিম শাসকের যেকোন অত্যাচারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন, **"অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ"** (তিরমিযি)।

হে মুসলিমগণ! তেল-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিসহ সকল যুলুম-অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলামের শাসন-খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাই পুঁজিবাদীদের দালাল হাসিনা এবং এসব দালাল উৎপাদনকারী কারখানা পুঁজিবাদী-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অপসারণ করে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সাথে ঐক্যবদ্ধ হউন।

"আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে" (সূরা আর-রা'দ: ১১)।

শুক্রবার, ০৭ রবিউস সানী, ১৪৪৩ হিজরী
১২ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

হিযবুত তাহ্রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য: htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ